# AKASHVANI(AIR)

## RNU: KOLKATA

### Bengali Text Bulletin

**Date 13-03-2026 Time: 7.50 PM**

**বিশেষ বিশেষ খবরঃ-**

১) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার কৃষকদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি আজ অসমের গুয়াহাটিতে পি এম কিষাণ প্রকল্পের আওতায় ৯ কোটি ৩২ লক্ষ কৃষককে অর্থ প্রদান করেছেন।

২) প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল কলকাতা সফরে আসছেন। সফরকালে শ্রী মোদী ১৮ হাজার ৬৮০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন।

৩) সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা মিটিয়ে দেওয়া সহ একাধিক দাবিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেশ কয়েকটি সংগঠনের ডাকে আজ কর্মীদের একাংশ কর্ম বিরতি পালন করেন। জেলায় জেলায় বিক্ষোভে সামিল কর্মচারীরা।

৪) পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে সংঘর্ষের জেরে রাজ্যে জ্বালানি সংকট তৈরির যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তার প্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা কলকাতা সহ জেলায় জেলায় নজরদারি চালাচ্ছে।

৫) রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মূ-র শিলিগুড়ির সফরকে কেন্দ্র করে প্রটোকল ভাঙার অভিযোগে দার্জিলিং-এর জেলাশাসক বদলি। নতুন জেলাশাসক হলেন সুনীল আগরওয়াল।

৬) আগামী দু-দিন উত্তরবঙ্গের উপরিভাগের জেলাগুলিতে হাল্কা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাষ দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুনরায় জোর দিয়ে বলেছেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার কৃষকদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আজ অসমের গুয়াহাটিতে পি এম কিষাণ প্রকল্পের আওতায় ৯ কোটি ৩২ লক্ষ কৃষককে ২২-তম কিস্তির অর্থ প্রদান করে এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করে কৃষি ক্ষেত্রকে আরও আধুনিক করে তোলাই তাঁর সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার বলে শ্রী মোদী উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গত ১১ বছরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কৃষকদের উপার্জন বাড়ানোর লক্ষে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তারও উল্লেখ করেন।

(বাইট – প্রধানমন্ত্রী /কিষাণ)

কেন্দ্রে তাদের ১০ বছরের শাসনকালে কংগ্রেস কৃষি ক্ষেত্রকে চরম অবহেলা করেছে বলেও প্রধানমন্ত্রী ওই দলের সমালোচনা করেন।

উল্লেখ্য, পি এম কিষাণ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ২ হাজার টাকা করে পৌঁছে যাবে।

ওই অনুষ্ঠানে শ্রী মোদী, ওয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের নুমালিগড় – শিলিগুড়ি, প্রোডাক্ট পাইপলাইনের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। এরফলে নুমালিগড় শোধনাগারে তেল উৎপাদন বছরে ৩ মিলিয়ান মেট্রিকটন থেকে বেড়ে দাঁড়াবে বার্ষিক ৯ মিলিয়ান মেট্রিক টন।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

বর্ষিয়ান বিজেপি নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল কলকাতায় আসছেন।সফরকালে তিনি ১৮ হাজার ৬৮০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন।

একটি প্রতিবেদন -

(ভয়েসকাস্ট – অভিরূপ)

এর মধ্যে আছে ১৬ হাজার ৯৯০ কোটি টাকা মূল্যের ৪২০ কিলোমিটারের'ও বেশী দৈর্ঘের বেশ কয়েকটি জাতীয় সড়ক প্রকল্প। শ্রী মোদী, জাহাজ ও বন্দর সংক্রান্ত কয়েকটি প্রকল্পের'ও উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর ওই জনসভার জন্য ব্রিগেড ময়দানে মঞ্চ বাধার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে । বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দুপুরে সভাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মঞ্চ বাধার কাজ খতিয়ে দেখেন।

ooooooooooooooooooooooo

বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার আজ বিকেলে ব্রিগেড ময়দানে সভাস্থল পরিদর্শন করেন।

ব্রিগেড ময়দানে আগামীকাল ঐতিহাসিক সমাবেশ হবে বলে তিনি দাবি করেছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সুকান্তবাবু বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোনো রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপি ই প্রথম ব্রিগেড ময়দানে সভা করছে।

শ্রী মজুমদার জানান,যেভাবে মঞ্চের দুপাশে উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে দক্ষিণবঙ্গের সাগর পর্যন্ত বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, একইভাবে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ আগামীকাল প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যোগ দিতে আসবেন।

( বাইট – সুকান্ত)

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভাকে কেন্দ্র করে শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কলকাতা পুলিশের আওতাধীন সব থানা এলাকায় ভোর চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত যে কোন ধরনের পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে এলপিজি সিলিন্ডার , দুধ, ওষুধ, অক্সিজেন, সবজির মত অত্যাবশ্যক পণ্য এর আওতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে মধ্য কলকাতার ময়দান এলাকার কুইন্স ওয়ে, হসপিটাল রোড, লাভারস লেন এর মত রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচলের ওপরে নিয়ন্ত্রণ জারি করা হবে বলেও কলকাতা পুলিশের তরফে আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা মিটিয়ে দেওয়া সহ একাধিক দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেশ কয়েকটি সংগঠনের ডাকে আজ কর্মীদের একাংশ সামিল হন কর্মবিরতিতে। নব মহাকরণ, মহাকরণ, খাদ্যভবন, বিকাশ ভবন, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের মতো সরকারি দফতরের পাশাপাশি আধা সরকারী দফতরেও তারা সকাল থেকেই প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে মিছিল করে অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দেন।

বেশ কয়েকটি জায়গায় ধর্মঘটীদের উপরে শাসকদলের তরফে আক্রমণ করা হয় বলে সরকারি কর্মচারীদের যৌথ সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষে অভিযোগ করা হয়েছে। রাজ্য সচিবালয় নবান্নে অবশ্য কর্মীদের উপস্থিতির হার স্বাভাবিক ছিল বলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের তরফে দাবি করা হয়েছে।

এই ধর্মঘটের জেরে কলকাতা হাইকোর্টও ছিল কার্যত স্তব্ধ। কিছু কর্মচারী উপস্থিত হলেও , স্বাক্ষর করেন নি । প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এজলাসে বসলেও, আসেননি অফিসাররা । বিভিন্ন জেলা থেকেও ধর্মঘটের খবর মিলেছে।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যকরী করার দাবিতে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও কর্মচারীদের ধর্মঘটে আজ সকালে বাঁকুড়াতে বিক্ষোভে সামিল হয় সংগ্রামী যৌথমঞ্চ ও অন্যান্য সংগঠন এর সদস্যরা। বাঁকুড়া জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে সকাল থেকেই পিকেটিং শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা।

পুরুলিয়ায় বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ সহ বেশ কয়েকটি দাবী নিয়ে আজ ধর্মঘটে সামিল হয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। পুরুলিয়া জেলা শাসকের দপ্তরে এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরে ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কর্মী সমর্থক ও ধর্মঘট কারীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

একদিকে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চে সদস্যরা ধর্মঘটের সমর্থনে সরকারি কর্মীদের দপ্তরে প্রবেশে বাধা দেয়। তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা সেখানে উপস্থিত হয়ে ধর্মঘটের বিপক্ষে সামিল হয়ে সরকারি কর্মীদের প্রবেশের সুযোগ করে দেয়।

সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে অবিলম্বে বকেয়া মহার্ ভাতা (DA) প্রদান এবং অনিয়মিত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্থায়ীকরণের দাবিতে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কাতেও ধর্মঘটে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (ABPTA) ফারাক্কা চক্রের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে শামিল হয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষক অপূর্ব সরকার জানান, "সরকার বিভিন্ন খাতে অনুদান দিলেও আমাদের ন্যায্য পাওনা বকেয়া ডিএ দিচ্ছে না। অনেক স্কুলে শিক্ষকের অভাবে পঠনপাঠনও থমকে গেছে। নতুন নিয়োগও বন্ধ।

এদিনের ধর্মঘটের জেরে অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হাজিরা যথেষ্ট কম। অনেক জায়গায় গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কর্মীরা।

বর্ধমানে জেলা শিক্ষা ভবন ও প্রাইমারী কাউন্সিলের অফিস গেটে এবং একাধিক স্কুলের সামনে ব্যানার লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের কর্মীরা।

উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে জেলা স্কুল ইনস্পেক্টর অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

বসিরহাট মহকুমার ১০-টি ব্লকে ইছামতী ব্রীজ, টাকি রোড, বাসন্তী হাইওয়ে, বসিরহাট টাউনহল ইটিন্ডা রোড বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়।

মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ দফতরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। এর প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন পাল্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই জেরে পরিস্থিতি রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। দু-পক্ষের হাতাহাতি সামলাতে পুলিশকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সংগঠন এ পি ডি আর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আজকের ডাকা ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অফিসে শাসক দলের সমর্থকরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেছে। তারা অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছে।

oooooooooooooooooooooooo

পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে সংঘর্ষের জেরে রাজ্যে জ্বালানি সংকট তৈরির যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তার প্রেক্ষিতে খোলা বাজারে গ্যাস নিয়ে কালোবাজারি রুখতে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা আজ কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় নজরদারি চালায়। তারা বিভিন্ন গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থায় গিয়ে কোথায় কত গ্যাস মজুত রয়েছে, জোগান কতটা, কিভাবে গ্যাস বুকিং নেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ

খবর নেন। কয়েকজন গ্যাস ডিলারের কাছে গিয়ে রেজিস্টার বুক খতিয়ে দেখেন তারা। কেউ বে-আইনিভাবে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করে রেখেছে কিনা, তাও খোঁজখবর নেন কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। লেক গার্ডেন্স, যধপুর পার্ক সহ কলকাতার বিভিন্ন থানা এলাকা পরিদর্শন করেন তারা।

বাজারে গ্যাসের যোগান খতিয়ে দেখা এবং কালোবাজারি হচ্ছে কিনা তা বুঝতে বর্ধমান শহর সহ জেলার ২০-টি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে জেলা এনফোর্সমেন্ট দফতর। গ্যাসের ডিলারের দফতর এবং গুদামেও অভিযান চালানো হয়।

এদিকে, মুর্শিদাবাদে, এলপিজি সিলিন্ডারের কালোবাজারি চলছে বলে অভিযোগ। গ্যাস সংকটের গুজবের জেরে গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের জন্য অতিরিক্ত দাম নেওয়া হচ্ছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা, ৯৬০ টাকার পরিবর্তে ১'হাজার ১০০ থেকে ১'হাজার ১৫০ টাকা টাকা পর্যন্ত নিচ্ছে । বাণিজ্যিক সিলিন্ডার পিছু নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত ৩০০ টাকা ।

উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ করে স্থানীয় মানুষ আজ প্রতিবাদে সামিল হন। হয়রানি বন্ধ ও দোষী ডিস্টিবিউটারদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তারা।

এদিকে, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ, এরাজ্যে বিজেপির পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব অভিযোগ করেছেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেখানে রান্নার গ্যাস অপ্রতুল সেখানে বিরোধীরা সমস্যার সমাধানে কোন পথ না খুঁজে কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব হয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্যা সামাধানের জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

(বাইট – বিপ্লব দেব)

আই এন টি ইউ সি সেবা দল ও প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস আজ যৌথভাবে কলকাতায় বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে। গ্যাসের সংকটের জেরে মানুষ চরম নাজেহাল অবস্থায় পড়েছেন বলে তাঁদের অভিযোগ।

ooooooooooooooooooooooooo

বিজেপি, রাষ্ট্রপতিকে অবমাননার জন্য রাজ্যের মুখ্য সচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে । বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আজ লোকভবনে রাজ্যপাল রবীন্দ্রা নারায়ণ রবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই আর্জি জানান। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এই ঘটনার জন্য মুখ্য সচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজিকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। তাঁর অভিযোগ যে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির প্রতি সামান্য প্রোটোকলও মানা হয় না। সেখানে কোন কিছুই হওয়ার নয়।

(বাইট – শুভেন্দু)

oooooooooooooooooooooo

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সফরে প্রোটোকল ভাঙার অভিযোগে, দার্জিলিং–এর জেলাশাসক মনীশ মিশ্র ও শিলিগুড়ি কমিশনারেটের সি সুধাকর–কে ডেপুটেশনে চাইল কেন্দ্রীয় সরকার। তবে তাঁদের ডেপুটেশনে না পাঠিয়ে জেলাশাসক মনীশ মিশ্র কে বদলি করা হলো স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে । দার্জিলিং–এর নতুন জেলাশাসক হলেন সুনীল আগরওয়াল। ১৯৯৪ ব্যাচের এই ডব্লুবিসিএস আধিকারিক এতদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে ছিলেন।

নবান্ন সূত্রে খবর, ডেপুটেশন নিয়ে কেন্দ্রের চিঠি এসেছে গত সন্ধেয়।

আগামি তিনদিনের মধ্যে মনীশ মিশ্র এবং সি সুধাকর–কে দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয় । এ বিষয়ে বিধি মেনে রাজ্যের মতামতও জানতে চেয়েছে কেন্দ্র।

oooooooooooooooooooooo

উত্তরবঙ্গ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বাতাসের নিম্নস্তরে নিম্নচাপ অক্ষরেখার অবস্থান এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আগামী দুদিনই উত্তরবঙ্গের ওপরিভাগের জেলাগুলিতে সর্বত্র হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

দক্ষিণ বঙ্গে সেরকম বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও স্থানীয় ভাবে মেঘের কারণে কোন কোন জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান ডঃ হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন।

(বাইট )

তবে রবিবারের পর বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী দুদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। রবিবারের পর বৃষ্টির কারণে অবশ্য আবার তা কিছুটা কমতে পারে।

ooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooo